Released 28-12-1956

ডি ল্যুক্স-এর নিবেদন-

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে—

নবজন্ম

পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

চরিত্র - চিত্রণে

উত্তমকুমার
সাবিত্রী • অরুন্ধতী • সবিতা
জহর গঙ্গোপাধ্যায়
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
তুলসী চক্রবর্তী • ভূপেন চক্রবর্তী
নিভাননী • মিতা চট্টোপাধ্যায়
তুলসী লাহিড়ী • তিলক চক্রবর্তী
বাণী গঙ্গোপাধ্যায় • আশা দেবী
গোকুল মুখোপাধ্যায়
বিভু • বাবুয়া • ইসরাইল
গোপেন মুখোপাধ্যায়
রাজকুমার মৈত্র

কাহিনীর সারাংশ

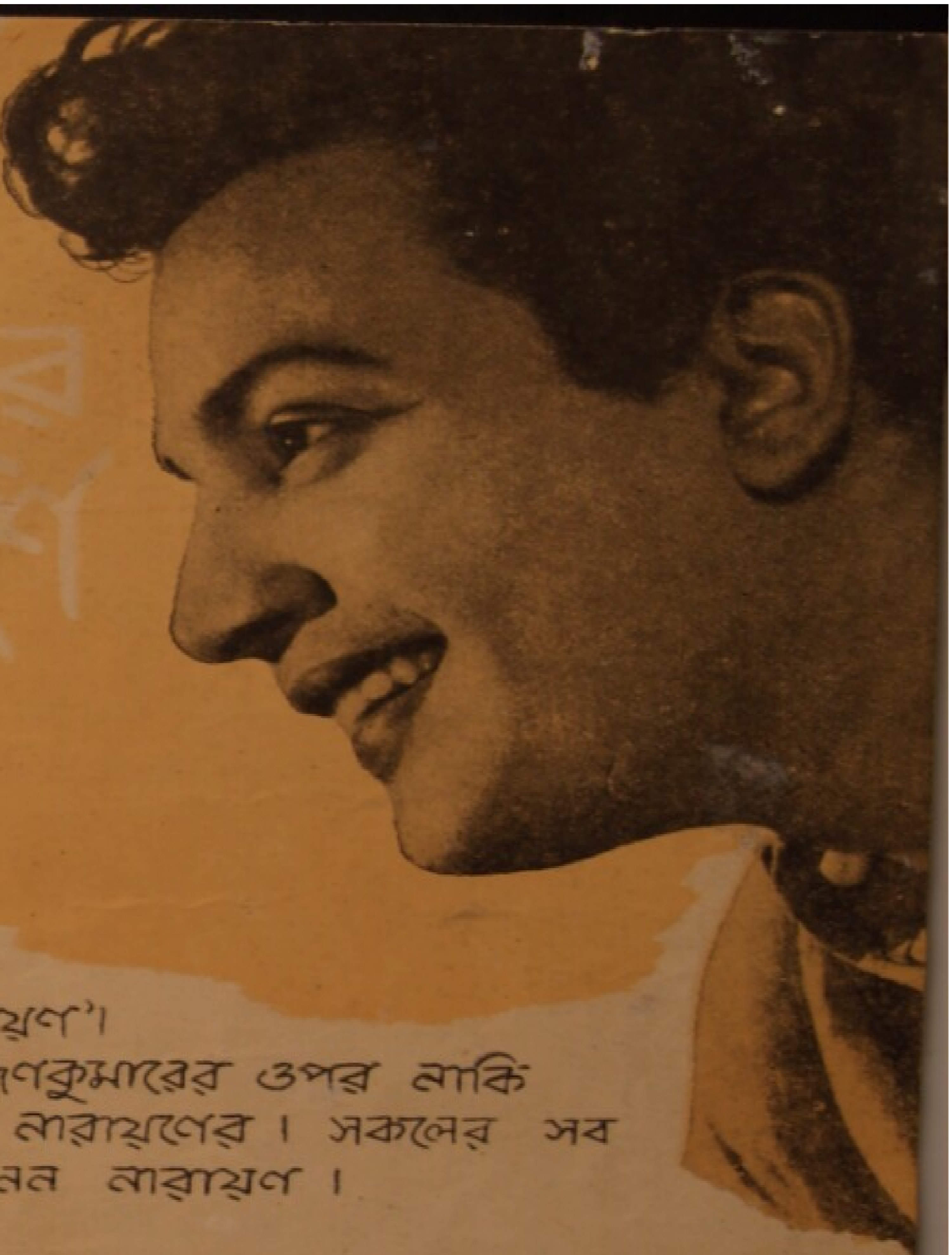

জয়চণ্ডীতলার
মেলায় এবারে
সবচেয়ে বড়ো
আকর্ষণ : 'নর-নারায়ণ'।
গ্রামের কোন্ ব্রাহ্মণকুমারের ওপর নাকি
'ভর' হয়েছে স্বয়ং নারায়ণের। সকলের সব
প্রশ্নের জবাব জানেন নারায়ণ।

বাশুলডাঙ্গা ভেঙ্গে এসেছে আবাল
-বৃদ্ধবনিতা 'নারায়ণ'-দর্শনে। শুধু আসবার
অনুমতি পায় নি শশধর ঘোষালের নিঃসন্তান
স্ত্রী বাসন্তী। এ সংসারে সবাই তার ওপর
বিরূপ; শাশুড়ী নিস্তারিণী, ননদ সুধামুখীর সব
অত্যাচার হাসিমুখে মেনে নেয় বাসন্তী। স্বামী
শশধর তাকে ভালবাসেন; আবার সন্দেহও
করেন। সুন্দরী বাসন্তী তাই এ সংসারের বধূ
হয়েও নজরবন্দী।

নবজন্ম

বাসন্তীর সঙ্গে
সুধামুখীর স্বামী
গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গতাই
সন্দেহের কারণ।
শ্যালকের সংসারে ঘর-
জামাই গৌরাঙ্গ খায় দায়
গান গায়। আনন্দ নিজে
পায় অপরকে বিলোয়।
বাসন্তীই শুধু চিনেছে তাকে;
এই শিশু ভোলানাথকে!

ছেলেকে নিয়ে পালাগান করে ফিরেছে গৌরাঙ্গ। হাতে করে নিয়ে এসেছে দু'গাছি মালা। তার একটি পরিয়ে দেয় বাসন্তীর গলায়। আড়াল থেকে গর্জে ওঠেন শশধর: গৌরাঙ্গ?

এতদিনে বোঝে গৌরাঙ্গ; বুঝিয়ে দেয় বাসন্তী: তোমার-আমার চরিত্রে সন্দেহ করেন তোমার দাদা।

দু'জনে মিলে ঠিক করে, গৌরাঙ্গ আর বাসন্তী; নিশীথ রাতে তারা যাবে 'নরনারায়ণের' কাছে জানতে যে দাদার সন্দেহ বাতিক যাবে কি না?

রাত্রি গভীর; শশধর বাড়ী নেই। বাড়ীর আর সবাই ঘুমিয়ে। খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে তারা দু'জন,—গৌরাঙ্গ আর বাসন্তী। বেরিয়েই দেখে শশধর দাঁড়িয়ে; চোখে তার হিংসার আগুন জ্বলছে!

দাওয়া থেকে কাটারী তুলে নেয় শশধর

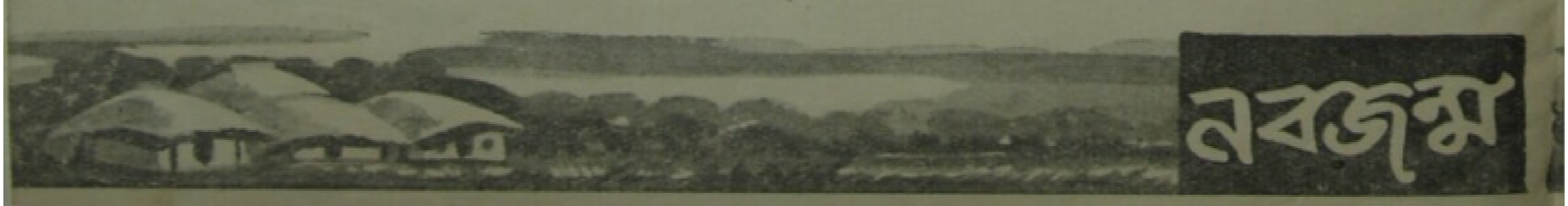

এগিয়ে যায় বাসন্তীর দিকে; বাধা দেয় গৌরাঙ্গ। এবারে শশধরের কাটারীর লক্ষ্য গৌরাঙ্গ। প্রাণপণে শশধরকে ধাক্কা দেয় গৌরাঙ্গ। তারপর কী হয় গৌরাঙ্গ জানে না; শুধু চেয়ে দেখে, মাটীতে পড়ে আছে শশধর, - পাশে রক্তাক্ত কাটারী।

এ-পৃথিবীতে বাসন্তী ছাড়া গৌরাঙ্গের অপর বন্ধু স্টেশনমাস্টার, - তার মাস্টারদা'। তার কাছেই দৌড়ায় গৌরাঙ্গ আজ; বলে:- মাস্টারদা', আমি শশধরদা'কে খুন করে এসেছি।

রাতের ট্রেনেই ফেরারী হলো গৌরাঙ্গ।

পরের দিন। ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গা নাইতে যাবার পথে গৌরাঙ্গকে একজন চিনলো। জমিদার গৃহিনীর বালবিধবা বোনঝি অপর্ণা যে গৌরাঙ্গের গানের গলায় মুগ্ধ।

গৌরাঙ্গের কাছে সব শুনে অপর্ণা বললো: খুন ত' আপনি করেন নি গৌরাঙ্গ ঠাকুর, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

পরের দিন। শশধরের বাড়ীর পেছন থেকে কার গলা শুনে চমকে উঠলো সুধামুখী; গৌরাঙ্গকে দেখে সে দৌড়ে এসে বললো:

'তুমি পালাও! — পুলিশ —
'বৌদিকে দেখবো যে —'
'বৌদিকে যে দেখবার সে দিনরাত দেখছে—'
'কে-?'

'দাদা'
'দাদা বেঁচে?'
'হ্যাঁ; শুধু
বৌদি বুঝি
আর বাঁচে না!'

মরনাপন্ন
বাসন্তীর জন্যে
ওষুধ নিয়ে ফিরে
এসে হঠাৎ গৌরাঙ্গকে দেখতে পেয়ে
জড়িয়ে ধরে শশধর বলে: 'পালা! পুলিশ
তোকেই সন্দেহ করেছে।'

'আবার সন্দেহ কিসের?'— গৌরাঙ্গ অবাক!

'তোর বৌদির মাথায় যে কাটারীর ঘা!'

'কে আঘাত করলো?'

শশধর বলে:— 'আমি!'

পুলিশ এসে যখন গৌরাঙ্গকে ধরবার চেষ্টা করে তখন পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে শশধর নিজে। কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রতিবাদ করে, বলে:—

'দাদা মিথ্যে আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করছেন!'

কিন্তু সক্কলকে বাঁচালো বাসন্তী। সে বল্লে:— কারুর দোষ নেই, সে নিজেই চেষ্টা করেছিল আত্মহত্যার!'

গান

॥ এক ॥

ওরে মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পাল্লাম না।
নৌকা ভাটোয় সয় উজোয় না
সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে,
তবু তোর মনের নাগাল পাইলাম না॥
ভাঙ্গা দাঁড় আর ছেঁড়া দড়ি রে
নৌকার হালে জল আর মানে না।
অকূল বেলায় ধরলাম পাড়ি রে
ও নদীর কূল কিনারা পাইলাম না॥

॥ দুই ॥

আমি আঙুল কাটিয়া কলম বানাই
চক্ষের জলে কালী।
আর পাঁজর ছিঁড়িয়া লিখি এই কথা
পিরীতি যে চোরাবালি॥
দীর্ঘশ্বাস যে কাগজ বন্ধু
দুঃখ আখর তারি
মাথার কিরাসে লিখনের ভাষা
আমিই লিখিতে পারি
সে ভাব বুঝিতে সে ভাষা পড়িতে
মোর বন্ধুয়াই জানে খালি॥

হায় ধ্যান জ্ঞান মোর নাই রে
সবাই মুখ্যু আমারে কয়
তোমরাই বল, বলগো,
এই পত্র লিখিতে বিদ্যা শিখিতে
পুঁথি কি পড়িতে হয় ?
বিরহ যে তার শিরোনামা ওগো
জানি না বঁধুর নাম,
তাই যে গো হায়, পারি না লিখিতে
কি তার ঠিকানা ধাম,
সে যদি না পড়ে এ প্রাণ-লিখন
বিধি চিন্তায় দাও গো জ্বালি ॥

॥ তিন ॥

ওহে মাধব—
আধ জনম হাম নিন্দে গঙাওল
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা ॥

॥ চার ॥

মঁায়নে চাকর রাখ চাকর রাখ চাকর রাখ জী।
গিরধারীলালা মঁায়নে চাকর রাখ জী ॥
চাকর রহস্যুঁ, বাগ লাগাস্যুঁ
নিত উঠ দরশন পাস্যুঁ
বৃন্দাবনকী কুঞ্জ গলিনমে
তেরী লীলা গাস্যুঁ ॥
মীরাকে প্রভু গহীর গম্ভীরা
হৃদে রহো জী ধীরা।
আধি রাত প্রভু দরশন দৈহোঁ
প্রেম নদীকে তীরা ॥

॥ পাঁচ ॥

আহা দারুণ বসন্ত যত দুঃখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥

॥ ছয় ॥

তোমারি কারণে সব সুখ ছাড়িনু
আর কেন শুধু দুঃখ দাও, প্রভুজী।
বিরহ বেদনা দহে মম অন্তর
সে অনল তুমি হে নিভাও॥
দূরে দূরে কেন আছ প্রভুজী
হেসে মোরে কাছে ডেকে নাও
মীরা তব দাসী জনম জনমের
তার অঙ্গেতে অঙ্গ মিলাও॥

॥ সাত ॥

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবণিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥
কানু ফাগ দেওল সুন্দরী অঙ্গে
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
রাঙা ময়ূর নাচে কাছে রাঙা কোকিল গায়
রাঙা ফুলে রাঙা ভ্রমর রাঙা মধু খায়।
ফাগ খেলইতে ফাগু উঠিল গগনে
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে।
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়

উত্তম-সুচিত্রার অভিনয়ে অগ্রদূত চিত্রের
প্রথম পূর্ণাঙ্গ গেভাকলার বাংলা সমাজ-চিত্র!
(প্রতিভা বসু-রচিত **পথে হ'ল দেরী** কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত)
॥ পরিচালনা :: অগ্রদূত ॥ সুরারোপে :: রবীন চ্যাটার্জি ॥ চিত্রনাট্য রচনায় :: নিতাই ভট্টাচার্য

॥ ডিলুক্স এর নিবেদন ॥

নবজন্ম

॥ কাহিনী :: আশাপূর্ণা দেবী ॥
॥ চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা :: দেবকীকুমার বসু ॥
॥ চলচ্চিত্রায়ণে : : বিশু চক্রবর্ত্তী ॥
॥ চলচ্চিত্রায়ণে অতিরিক্ত কলাকুশলী :: জি.কে.মেহতা ॥ বিদ্যাপতি ঘোষ ॥ বিমল মুখার্জি ॥
॥ শব্দানুলেখনে : : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ ॥ শিল্প-তত্ত্বাবধানে :: সৌরেন সেন ॥
॥ সুরারোপে :: নচিকেতা ঘোষ ॥
॥ চিত্র-সম্পাদনায় :: গোবর্ধন অধিকারী ॥
॥ অতিরিক্ত গীত-রচনায় :: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ শিল্প-নির্দেশে :: পুলিন ঘোষ ॥ গোপী সেন ॥
॥ প্রচার পরিচালনায় :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল রূপসজ্জায় :: ত্রিলোচন পাল ॥
॥ প্রচারসজ্জা-পরিবেশনে :: এডনা লরেন্স লিঃ (স্টুডিয়ো স্যাঙরী-লা) ॥ শিল্পী :: কালীকর ॥
॥ কলাবিদ্ ॥ ব্রাইট্ স্পট ॥ বি.টি. এজেন্সি ॥ এস.বি.কনসার্ন ॥ পি.জী.শীল ॥
॥ ব্যবস্থাপনায় :: নীরদবরণ সেন ॥
॥ যন্ত্র-সংগীতে :: ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা ॥ চিত্র-পরিস্ফুটনে :: বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিঃ ॥
॥ রীভস্ শব্দধারক যন্ত্রে বাণীবদ্ধ ॥
॥ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও তে নির্মিত ॥

॥ নেপথ্য সংগীতারোপে ॥
॥ ধনঞ্জয় ॥ সন্ধ্যা মুখার্জি ॥ মানব মুখার্জি ॥
॥ ছবি ব্যানার্জি ॥

॥ **সহকারী কলাকুশলী** :: পরিচালনায় :: বিজলীবরণ সেন ॥ কনকবরণ সেন ॥
॥ সুরারোপে :: রবি বড়াল ॥ জয়ন্ত শেঠ ॥ চলচ্চিত্রায়ণে :: কে.এ.রেজা ॥ নির্মল মল্লিক ॥ দীপক দাস ॥
॥ শব্দানুলেখনে :: গোপী কোলে ॥ চিত্র সম্পাদনায় :: মধুসূদন ব্যানার্জি ॥ মানু ভট্টাচার্য ॥
॥ মৃৎ-শিল্পে :: প্রহ্লাদ পাল ॥ নিরঞ্জন পাল ॥ রূপ-সজ্জারোপে :: শিবু দাস ॥
॥ ব্যবস্থাপনায় : : গৌর দাস ॥
॥ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে কর্তৃপক্ষ, কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলওয়ে, ঘোলসাপুর ॥
॥ টি.সি. দাস এ্যাণ্ড কোম্পানী ॥

একমাত্র পরিবেশক :: ডিলুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩ ॥ ডিলুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের
পক্ষে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
॥ অলঙ্করণে :: শিল্পী কালী কর ॥ ব্লক ও মুদ্রণ-শিল্পে :: ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ ॥ কলিকাতা ॥